



73007 - ভালবাসা দবিস উদযাপন করার বধিান

প্রশ্ন

ভালবাসা দবিসরে বধিান কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

বশ্বি ভালবাসা দবিস পালন একটি রোমান জাহলে উৎসব। রোমানরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও এ দবিস পালনরে প্রথা অব্যাহত রাখে। ১৪ ফব্ৰুয়ারি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন নামক একজন পাদ্ররি মৃত্যুদণ্ডরে সাথে এ উৎসবটি সম্পৃক্ত। বধির্মীরা এখনো এ দবিসটি পালন করে, ব্যভচার ও অনাচাররে মধ্যে তারা এ দবিসটি কাটিয়ে থাকে।

দুই:

কোন মুসলমানরে জন্য কাফরেদরে কোন উৎসব পালন করা জায়যে নয়। কেনো উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় বশিয়। এ ক্ষত্রে শরয়ি নরিদশেনার এক চুল বাইরে যাওয়ার সুযোগ নহে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলনে: উৎসব (ঈদ) ধর্মীয় অনুশাসন, ইসলামী আদর্শ ও ইবাদতরে অন্তর্ভুক্ত। যবে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তোমাদরে প্রত্যকেকে আমি আলাদা শরয়িত ও মনিহাজ (আদর্শ) দয়িছে”। তনি আরও বলনে: “প্রত্যকে উম্মতরে জন্য রয়ছে আলাদা শরয়িত দয়িছে; যা তারা পালন করে থাকে” যমেন- কবিলা, নামায়, রোজা। অতএব, তাদরে উৎসব পালন ও তাদরে অন্যসব আদর্শ গ্রহণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নহে। কারণ তাদরে সকল উৎসবকে গ্রহণ করা কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। তাদরে কছু কছু জনিসি গ্রহণ করা কছু কছু কুফরকে গ্রহণ করার নামান্তর। বরং উৎসবগুলো প্রত্যকে ধর্মরে স্বতন্ত্র বশেষ্ট্য এবং ধর্মীয় আলামতগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতএব, এটি গ্রহণ করা মানবে কুফররে সবশিষে অনুশাসন ও সবচয়ে প্রকাশ্য আলামতরে ক্ষত্রে তাদরে অনুসরণ করা। কোন সন্দহে নহে যবে, এ ক্ষত্রে তাদরে অনুকরণ করা মানবে কুফররে অনুকরণ করা।

এর সর্বনমিন অবস্থা হছে- গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দকিবে ইঙ্গতি দয়িবে বলনে: “নশিচয় প্রত্যকে কওমরে উৎসব রয়ছে। এটা হছে আমাদরে ঈদ বা উৎসব”। এটি যুনার (জমিদরে বশিষে পোশাক) বা এ বজিতদরে বশিষে কোন আলামত গ্রহণ করার চয়ে অধিক নকিষ্ট। কেনো এ ধরনে আলামত কোন ধর্মীয় বশিয় নয়; বরং এ পোশাকরে



উদ্দেশ্য হচ্ছে- মুমনি ও কাফরেরে আলাদা পরচয় ফুটিয়ে তোলা। পক্ষান্তরে তাদের উৎসব ও উৎসব সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো একান্ত ধর্মীয়; যৎ ধর্মকে ও ধর্মাবলম্বীকে লানত করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের ক্ষত্রে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা আল্লাহর আযাব ও গজব নাযলিরে কারণ হতে পারে।[ইকতদিউস সরিতলি মুস্তাকমি ১/২০৭]

তনি আরও বলনে: “কোন মুসলমানরে জন্য তাদের উৎসবরে সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কছির ক্ষত্রে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়যে নয়। যমেন, খাবার দাবার, পোশাকাদি, গোসল, আগুন জ্বালানো অথবা এ উৎসবরে কারণে কোন অভ্যাস বা ইবাদত বর্জন করা ইত্যাদি। এবং কোন ভোজনুষ্ঠান করা, উপহার দেওয়া, অথবা এ উৎসব বাস্তবায়নে সহায়ক এমন কছির বচোবকিরি করা জায়যে নয়। অনুরূপভাবে তাদের উৎসব শিশুদেরকে খলেতে যতে দেওয়া এবং সাজসজ্জা প্রকাশ করা জায়যে নয়।

মোদদাকথা, বধিরমীদরে উৎসবরে নদির্শন এমন কছিতে অংশ নয়ো মুসলমানদেরে জন্য জায়যে নয়। বরং তাদের উৎসবরে দিনি মুসলমানদেরে নকিট অন্য সাধারণ দিনিরে মতই। মুসলমানরো এ দিনিকি কোনভাবে বিশেষত্ব দবি নে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/১৯৩)]

হাফযে যাহাবী বলনে: খ্রিস্টানদেরে উৎসব বা ইহুদদেরে উৎসব যতো তাদের সাথে খাস এমন কোন উৎসব কে কোন মুসলমান অংশ গ্রহণ করবে না। যমেনভাবে কোন মুসলমান তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলো ও কবিলাকে গ্রহণ করে না।[তাশাব্বুহুল খাসসি বি আহললি খামসি, মাজাল্লাতুল হকিমা (৪/১৯৩)]

শাইখুল ইসলাম যৎ হাদসিটির প্রতী ইঙগতি করছেন সৎ হাদসিটি সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়েছে তনি বলনে: একবার আবু বকর (রাঃ) আমার ঘরে এলনে। তখন আমার কাছে আনসারদেরে দুইটি বালিকা ছিল। বুআসরে দিনি আনসারণ যৎ পংক্তমিলা বলছিলি তারা সগেলো দিয়ে গান গাইছিলি। আয়শো (রাঃ) বলনে: ময়ে দুইটি গায়িকা ছিলি না। তা দেখে আবু বকর (রাঃ) বললনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ঘরে শয়তানরে বীনা! সদিনি ছিলি ঈদেরে দিনি। তাঁর কথা শুনতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: হৎ আবু বকর, প্রত্যকে জাতরি উৎসব থাকে। এটা আমাদের উৎসবরে দিনি।

সুনানে আবু দাউদ এ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়েছে তনি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনীয় আগমন করলনে তখন মদনীবাসী বিশেষে দুইটি দিনি খলোধুলা করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: এ দুইটি দিনিরে হাককিত কি? তারা বলল: জাহলৌ যুগে আমরা এ দুইটি দিনি খলোধুলা করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: “নশিচয় আল্লাহ তমোদরেকে এ দুইটি দিনিরে চয়ে উত্তম দুইটি দিনি দিয়েছেন। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফতির।” আলবানী হাদসিকি সহহি বলছেন। এটি প্রমাণ করে ঈদ বা উৎসব প্রত্যকে জাতরি একটা স্বতন্ত্র বশেষিট্য। সুতরাং কোন জাহলৌ উৎসব বা মুশরকিদরে উৎসব পালন করা জায়যে নয়।

ভালবাসা দবিস পালন করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলমেগণ ফতোয়া দিয়েছেন:



১। এ বিষয়ে শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রশ্নটিনিম্নরূপ:

-সম্প্রতি ভালবাসা দবিস উদযাপন করার প্রবণতা বিস্তার লাভ করেছে; বিশেষতঃ ছাত্রীদের মাঝে। এটি একটি খ্রিস্টান উৎসব। এ দিনে লাল বশে ধারণ করা হয়। লাল পোশাক ও লাল জুতা পরিধান করা হয়। লাল ফুল বনিমিয় করা হয়। আমরা এ ধরণে উৎসব পালন করার শরয়ি বিধান জানতে চাই এবং এ ধরণে বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আপনার পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য দকি নরিদশেনা প্রত্যাশা করছি? আল্লাহ আপনাকে হফোযত করুন।

তিনি উত্তরে বলেন: ভালবাসা দবিস পালন নম্নিক্ত কারণে জায়যে নয়

এক. এটি একটি বিদআতি উৎসব; শরয়িতে এর কোন ভিত্তি নাই।

দুই. এটি মানুষকে অবধৈ প্রমে ও ভালবাসার দকি আহ্বান করে।

তিনি. এ ধরণে উৎসব মানুষের মনকে সলফে সালহেনিদের আদর্শেরে পরপিন্থী অনর্থক কাজে ব্যতবিযস্ত রাখে।

সুতরাং এ দিনেরে কোন একটি নিদির্শন ফুটিয়ে তোলা জায়যে হবে না। সনে নিদির্শন খাবার-পানীয়, পোশাকাদি, উপহার-উপঢ়কন ইত্যাদি য়ে কোন কছির সাথে সংশ্লিষ্ট হোক না কনে।

মুসলমানেরে উচতি তার ধর্মককে নিয়ে গর্ববোধ করা। গড়্ডালকি প্রবাহে গা ভাসয়ি না দয়ো। আমি আল্লাহর কাছ্বে দুআ করি তিনি যনে মুসলমি উম্মাহককে প্রকাশ্য ও গোপন সকল ফতিনা থেকে হফোযত করনে এবং তিনি যনে আমাদরে অভভাবকত্ব গ্রহণ করনে, আমাদরে তাওফকি দান করনে।[শাইখ উছাইমীনরে ফতওয়াসমগ্র (১৬/১৯৯)]

২। ফতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: কছি কছি মানুষ প্রতি বছর ঈসায়ী সনরে ১৪ ফব্বেরুয়ারি ভালবাসা দবিস (ভ্যালেন্টাইনস ডে) পালন করে থাকে। এ দিনে তারা লাল গোলোপ বনিমিয় করে, লাল পোশাক পরিধান করে, একে অপরকে শুভচ্ছা বনিমিয় করে। কছি কছি মশ্টিরি দোকান লাল রঙরে মশ্টিটি তরৌ করে, এর উপরে 'লাভ চহিন' অংকন করে। কছি কছি দোকান এ দিনেরে জন্য তরৌ বিশিষে বিশিষে সামগ্রীগুলোর বজ্জিঞাপন প্রচার করে থাকে। সুতরাং নম্নিক্ত বিষয়ে আপনাদরে অভমিত ক:

এক: এ দিনটি পালন করার বিধান ক?

দুই: এ দিন উদযাপনকারী দোকান থেকে কনোকটি করার বিধান ক?

তিনি: এ দিনে যারা উপহার বনিমিয় করে থাকে তাদরে কাছ্বে এসব উপকরণ বক্রি করার বিধান ক?



উত্তরে তারা বলেন: কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিল ও সলফে সালহেনিরে ইজমার ভিত্তিতে জানা যায় যে, ইসলামে ঈদ শুধু দুইটি। ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা। এ ছাড়া যত উৎসব আছে সে উৎসব কোন ব্যক্তকিনেদ্রকি হোক, দলকনেদ্রকি হোক, কোন ঘটনাকনেদ্রকি হোক অথবা বিশেষ কোন ভাবাবেগকনেদ্রকি হোক সেগুলো বদিআত। মুসলমানদেরে জন্য সসেব উৎসব পালন করা, তাতে সম্মতি দিয়ে, এ উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা অথবা এক্ষেত্রে সহযোগিতা করা নাজায়যে। কারণ এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনেরে শামলি। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে সে নিজ আত্মার উপরই জুলুম করে। এর সাথে এ উৎসব যদি কাফরেদেরে উৎসব হয়ে থাকে তাহলে এটি এক গুনাহর সাথে আরও একটি গুনাহর সম্মলিন। কারণ এ উৎসব পালনেরে মধ্যে কাফরেদেরে সাথে সাদৃশ্য ও তাদের সাথে মত্বিতা গ্রহণেরে বাস্তবতা পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিব তে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ ও তাদের মত্বিতা গ্রহণ থেকে নিষেধে করছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি কোন কওমেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদেরে দলভুক্ত”। ‘বশিব ভালবাসা দবিস’ সম্পর্কে বলা হয়- এটি পটৌতলকি ও খ্রিস্টান ধর্মেরে উৎসব। সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমানেরে জন্য এ দবিস পালন করা, এটাকে সমর্থন করা অথবা এ উপলক্ষে শুভেচ্ছা বনিমিয় করা জায়যে হব না। বরং মুসলমানেরে কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেরে আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং আল্লাহর গজব ও শাস্তির কারণসমূহ থেকে দূরে থাকার নিমিত্তে এটি বর্জন করা এবং এর থেকে দূরে থাকা। অনুরূপভাবে এ গ্রহিত দবিস উদযাপনে কোন ধরনেরে সহযোগিতা করা থেকে বঁচে থাকা। যমেন-পানাহার, বচোবকিরি, কনোকাটা, পণ্যপ্রস্তুত, উপহার বনিমিয়, পত্র বনিমিয়, বজিঞাপন প্রদান ইত্যাদি যে কোন প্রকারেরে সহযোগিতা হোক না কেনে সসেব থেকে বঁচে থাকা। কারণ এ ধরনেরে সহযোগিতা গুনাহর কাজ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেরে সীমালঙ্ঘনেরে ক্ষেত্রে সহযোগিতা করারে নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যেরে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনেরে ব্যাপারে একে অন্যেরে সহায়তা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ২] একজন মুসলমানেরে কর্তব্য হচ্ছে- সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকা; বিশেষতঃ ফতিনা-ফাসাদেরে সময়। মুসলমানেরে উচিত যাদেরে উপর আল্লাহ লানত পড়ছে, যারা পথভ্রষ্ট, যারা পাপাচারী- আল্লাহকে সম্মান করে না, ইসলামেরে সম্মান চায় না এ সকল মানুষেরে বিভিন্নভাবে ব্যাপারে সচতেন থাকা। মুসলমানেরে দায়িত্ব আল্লাহর কাছে ধরনা দিয়ে তাঁর নিকট হদৌয়তেরে জন্য ও এর উপর অটল থাকার জন্য প্রার্থনা করা। কারণ আল্লাহ ছাড়া কোন হদৌয়তেদাতা নহে, তিনি ছাড়া অটল রাখার কটে নহে। তিনি পবিত্রময়, তিনিই তাওফিকিদাতা। আমাদেরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। সমাপ্ত।

৩। শাইখ জবিরীনকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল

আমাদেরে যুবক-যুবতীর মাঝে ভালবাসা দবিস (ভ্যালেন্টাইন ডে) পালনেরে রওয়াজ বস্তিতার লাভ করেছে। ভ্যালেন্টাইন হচ্ছে একজন পাদ্রির নাম। খ্রিস্টানরো এ পাদ্রিকে সম্মান করে থাকে এবং প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখ এ দবিসটি উদযাপন করে, উপহার-উপঢৌকন ও লাল গোলাপ বনিমিয় করে থাকে, লাল রঙেরে পোশাক পরধান করে থাকে। এ দবিসটি পালন করার



শরয়ি বধিান কী? অথবা এ দিনে উপহার বনিমিয় ও আনন্দ প্রকাশ করার বধিান কী?

জবাবে তিনি বলেন:

এক. এ ধরণে বদিআতা উৎসব পালন করা নাজায়যে। এটি নিবউদ্ভাবতি বদিআতা। শরয়িতে এর কোন ভিত্তি নাই। এটি আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বধিানের আওতায় পড়বে যে হাদিসে এসছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীন বা শরয়িতের মধ্যে এমন কিছু চালু করবে যা এতে নাই সটে প্রত্যাখ্যাত।”

দুই. এ দবিস পালনের মধ্যে কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ, তারা যে বিষয়কে মর্যাদা দিয়ে সটোক মর্যাদা প্রদান, তাদের উৎসবের প্রতি সম্মান দেখানো এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার অর্থ পাওয়া যায়। হাদিসে এসছে- “যে ব্যক্তি বিজাতদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদের দলভুক্ত।”

তিনি. এ দবিস পালনের মধ্যে অনেকে ক্ষতিকর ও গরহতি বিষয় রয়েছে। যমেন- খলোতামশা করা, গান করা, বাঁশী বাজানো, গটির বাজানো, বপের্দা হওয়া, বহোয়াপনা, নারী-পুরুষের অবাধ মলোমশো, গায়রে মোহরমে পুরুষের সামনে নারীদের প্রদর্শনী ইত্যাদি হারাম কাজ এবং ব্যভচারের উপকরণ ও সূচনাগুলো এ উৎসবে ঘটে থাকে। এটাকে জায়যে করার যুক্তি হিসেবে চিত্ত বনিদনের যে কারণ দর্শানো হয় বা রক্ষণশীল থাকার দাবী করা হয় সটো অমূলক। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ চায় তার উচিত গুনাহর কাজ ও উপকরণ থেকে দূরে থাকা।

তিনি আরও বলেন:

অতএব, যদি বক্রিতো জানতে পারে যে, করতো এ উপটোকন ও গোলাপ ফুল কনি এ দবিস উদযাপন করবে, কাউকে উপহার দবি অথবা এ দবিসগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে তাহলে করতোর কাছে এগুলো বক্রি করা নাজায়যে; যাতে করে বক্রিতো এই বদিআত সম্পাদনকারী ব্যক্তির সাহায্যকারী হিসেবে সাব্যস্ত না হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।